দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 29 MAY 2003
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এইচএসসি ও আলিম ফাজিল কামিল পরীক্ষা

আজ বৃহস্পতিবার শুরু হচ্ছে দেশের ৭টি শিক্ষা বোর্ডে ২০০৩ সালের এইচএসসি এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের আলিম, ফাজিল ও কামিল পরীক্ষা। এবার ৭ বোর্ডে এইচএসসি পরীক্ষায় মোট ৫ লাখ ৩০ হাজার ৩৩০ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিচ্ছেন। উল্লেখ্য, গত বছর ৭টি শিক্ষা বোর্ডে এইচএসসির পরীক্ষার্থী ছিল ৫ লাখ ৮৫ হাজার ৫৭০ জন। এবার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের আলিম, ফাজিল, দাখিল পরীক্ষায়ও এবার পরীক্ষার্থী হ্রাসপ্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। আলিম পরীক্ষায় এবার অংশ নিচ্ছে ৬৩ হাজার ৩৩০ জন পরীক্ষার্থী এবং ফাজিল পরীক্ষায় ২১ হাজার ৬১৩ জন ও কামিল পরীক্ষায় ৭ হাজার ৫৬১ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে। গত বছর অনুষ্ঠিত এই তিনটি পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৬৭ হাজার ২৪৫ জন, ২৫ হাজার ৫৪০ জন এবং ৯ হাজার ৪৮০ জন। প্রতি বছর যেখানে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, সেখানে এবার শিক্ষা বোর্ড ও মাদ্রাসা বোর্ড– উভয় ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা হ্রাসের বিষয়টি পর্যালোচিত হওয়ার দাবী রাখে। কেননা, দেশে শিক্ষার প্রসার কতটা হচ্ছে, তা বোঝা যায় পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা এবং পরীক্ষার ফলাফলে পাসের সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য করলে। এই সংখ্যা হ্রাস পেলে আমাদের শিক্ষার প্রসার প্রসঙ্গে উদ্বিগ্ন হতে হয়। ইনকিলাব-এ প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এ প্রসঙ্গে শিক্ষা বোর্ড সূত্রের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে যে, বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর নকল রোধে ব্যাপক কড়াকড়ি আরোপ করায় এবার নকলবাজ পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষার ফরম পূরণে উৎসাহী হয়নি।. এছাড়া এবার স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসাগুলোতে টেস্ট পরীক্ষায় কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে এবং টেস্টে ফেল করা ছাত্রছাত্রীদের চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত রাখা হয়েছে। অতিরিক্ত অর্থের বিনিময়ে নকলের-সুযোগ দিয়ে পাস করানোর প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা কেন্দ্রে পাঠানোর প্রবণতাও কমে এসেছে। এক্ষেত্রে কতিপয় দুর্নীতিবাজের অবৈধ পন্থায় অর্থ রোজগারের পথও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এতে পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে নিয়মতান্ত্রিকতা ফিরে আসতে শুরু করেছে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।

পরীক্ষায় নকলমুক্ত সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার লক্ষ্যে ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। এবারও হল গেটে পরীক্ষার্থীদের দেহতল্লাশি করা হবে। পরীক্ষার সময় কেন্দ্রের চারপাশে একশ' গজের মধ্যে ১৪৪ ধারা জারি থাকবে। নকলপ্রবণ বলে চিহ্নিত কেন্দ্রে প্রয়োজনে বিডিআর মোতায়েন করা হবে। কোন কেন্দ্রে কোন হাঙ্গামা বা অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে তৎক্ষণাৎ উক্ত কেন্দ্র বাতিল করে পরবর্তী পরীক্ষা পার্শ্ববর্তী কেন্দ্রে গ্রহণ করা হবে। এছাড়াও শিক্ষামন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, এবার পারতপক্ষে মন্ত্রী-এমপি পরীক্ষা কেন্দ্রে যাবেন না। পরীক্ষা শুরুর ৫ মিনিটের মধ্যে ফটো সাংবাদিকদের পরীক্ষার হলের ছবি তুলতে হবে। পরীক্ষা চলাকালে অধ্যক্ষের কক্ষে কোন ধরনের আপ্যায়ন চলবে না। নকল সরবরাহের দায়ে শিক্ষক বহিষ্কৃত হলে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় পর্যায়ে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এছাড়া যে দেড় শতাধিক কেন্দ্রকে অতি নকলপ্রবণ ও ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, সেসব কেন্দ্রে নকল প্রতিরোধে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা বা ভিডিও ক্যামেরাসহ অতিরিক্ত পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেট মোতায়েন ও শিক্ষা বোর্ড থেকে সার্বক্ষণিক ভিজিলেন্স টিমের পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলেও এক খবরে জানানো হয়েছে।

বলার অপেক্ষা রাখে না, পাবলিক পরীক্ষাগুলোকে নকলমুক্ত পরিবেশে সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ করা অপরিহার্য। পরীক্ষা যেখানে মেধা যাচাইয়ের, সেখানে নকল বা ভিন্ন কোন প্রকার অসদুপায়ের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু দেশে গত কয়েক বছরে পরীক্ষাগুলোতে ব্যাপক নকলসহ নানা অসদুপায় অবলম্বনের ঘটনা উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছেছিল। এই পরিস্থিতি মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে স্বাধীনতার পরবর্তী কয়েক বছরের পরিস্থিতির কথা।

পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে তখনকার অনিয়ম অসদুপায় অবলম্বনের জের আজো জাতিকে বহন করতে হচ্ছে। আর এখন যদি একই অবস্থা বজায় থাকে পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে তাহলে তার জের ভবিষ্যতে বহন করতে হবে এ জাতিকে। কাজেই, যে কোন মূল্যে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের সুযোগ বন্ধ করতে হবে। মনে রাখতে হবে, শিক্ষার যে লক্ষ্য অর্থাৎ শিক্ষাব্যবস্থার যে সুফল তা জাতির জীবনে যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে হলে পরীক্ষা পদ্ধতিকে সব ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতি থেকে মুক্ত করতে হবে। এ ব্যাপারে ইতোমধ্যে যতটুকু অর্জন হয়েছে, তা আগামী দিনগুলোতে পূর্ণাঙ্গ– এটাই সকলের আশা।